গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা

গুপ্তরাজারা উপাধি নিত 'পরমদৈবত', 'ভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ', 'পৃথ্বিপাল', 'পরমেশ্বর', 'সম্রাট', 'একাধিরাজ' এবং 'চক্রবর্ত্তী'। রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করত প্রধানমন্ত্রী। যাকে বলা হত 'মন্ত্রী' বা 'সচিব'। প্রতিহার এবং মহাপ্রতিহার ছিল রাজকীয় দরবারের গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক।

সামরিক বাহিনীর মধ্যে উল্লেখ আছে সেনাপতি, মহাসেনাপতি, বলাধ্যক্ষ, মহাবলাধ্যক্ষ, বলাধিকৃত এবং মহাবলাধিকৃত। আরো দুই উচ্চ সামরিক পদস্থের কথা জানা যায়। তারা হল ভাটশ্বপতি ও কাতুক। ভাটশ্বপতি ছিলেন পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান, কাতুক ছিলেন অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান। অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ছিলেন রণভাণ্ডার গারাধিকরণ বা কোষাগারের প্রধান বা অস্ত্র-কোষাগারের প্রধান, সন্ধিবিগ্রহীক অথবা মহাসন্ধিবিগ্রহীক যিনি ছিলেন বিদেশমন্ত্রী।

একটি লেখে 'সর্বাধ্যক্ষ' কথাটির উল্লেখ আছে, অর্থাৎ সবকিছুর যিনি তত্ত্বাবধায়ক। সরকারি আধিকারিক এবং জনগণের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী কর্মচারী ছিল দূত (Ambassador)। ডন্ডপাশাধিকরণ ছিল পুলিশ বাহিনীর প্রধান। সাধারণ পুলিশকে বলা হত ডন্ডপাশিক, চাত, ভাট, ডন্ডিকা এবং চৌরধারণিক (বা যে চোর ধরে)।

প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনা করত 'কুমারাত্য' এবং 'আয়ুক্ত' নামের কর্মচারী। প্রদেশকে বলা হত 'ভুক্তি'। এর শাসককে বলাহত 'উপরিক'। ভুক্তি শাসকের বিভিন্ন সরকারি নাম ছিল, যথা ভোগিক, গোপ্তা, উপরিকমহারাজা এবং রাজস্থানীয়। ভুক্তিকে আবার কয়েকটি 'বিষয়ে' ভাগ করা হত। বিষয়ের শাসনকর্তাকে বলা হয় 'বিষয়পতি'। জেলার সদরদপ্তরকে বলা হত আদিস্থান। জেলার আধিকারিকদের বলা হত 'সাম্যবরাহী' এবং 'আয়ুক্ত'। জেলার শাসনকার্যে সাহায্য করত মহারাত্রস, আস্থাকুলধি, করণিক, গ্রামীক, শোলকিক, গোল্মিকা, অগ্রহারিক, ধ্রুবধিকারণিক, তালবতক, উৎক্ষেতিত এবং পুস্তপাল নামক কর্মচারী।

জেলার নথিসংক্রান্ত দপ্তরকে বলা হত 'অক্ষপাতাল'। গিল্ডের সভাপতিকে বলা হত 'নগরশ্রেষ্ঠী' এবং প্রধান বণিককে বলা হত 'শত্যবহ'। প্রধান কারিগরকে বলা হত 'প্রথমকুলীক'। প্রধান লেখক বা কেরাণিকে বলা হত প্রথম কায়স্থ।

গ্রাম ছিল গ্রামিকের অধীন। গ্রামিকদের সঙ্গে ছিল মহাত্তার অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর বায়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। শহরের প্রধান শাসক ছিল 'পুরপাল', যিনি ছিলেন মৌর্যযুগের নগরব্যয়বহরকের মতো।

Scanned with CamScanner